সংবাদ

তারিখ ... 16 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তুঘলকি কাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করুন, ব্যবস্থা নিন

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর দুটি পাঠ্যবই অর্ধেকেরও বেশি ছাপা হওয়ার পর সংশোধনের উদ্দেশ্যে ছাপা বন্ধ রাখা হয়। দুই শ্রেণীতে দুটি বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ লাখ আর ছাপা হয়েছিল ১৪ লাখের বেশি। প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের বই গচ্চা দিয়ে উল্লিখিত দুটি বইয়ে যে দুটি সংশোধন আনা হয় তা ছিল হেফাজতে ইসলামের ২৯ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রস্তাব। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এই সংশোধন সম্পর্কে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। কিসের ভিত্তিতে বা কার নির্দেশে উল্লিখিত পরিবর্তন আনা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা মুখ খোলেনি। সংবাদসহ একাধিক গণমাধ্যম এ নিয়ে গত রোববার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

পাঠ্যপুস্তকে বিষয় সংযোজন-বিয়োজন-পরিবর্তন আনা নিয়ে গত কিছুদিন ধরে দেশে বিতর্ক হচ্ছে। বলা হচ্ছে, হেফাজতে ইসলাম গত বছর এপ্রিলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তকে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিল তার সবগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। হেফাজতের ২৯টি সুপারিশ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা যে কতটা উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, সেটা বোঝা যায় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর দুটি পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার মাঝখানে সংশোধন করার ঘটনার মধ্য দিয়ে। হেফাজতে ইসলাম কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক উগ্র ধর্মীয় সংগঠন। অনেক বছর ধরেই কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার একটি গ্রহণযোগ্য পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক একটি সংগঠন মূল ধারার পাঠক্রম নিয়ে খবরদারি করছে। তাদের খবরদারির প্রভাবে মূল ধারার পাঠ্যপুস্তকগুলো হয়ে উঠছে হেফাজতীয়। অথচ দেশে শিক্ষানীতি আছে, শিক্ষাক্রম আছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বইগুলো হেফাজতীয় হয়ে ওঠার দায় স্বীকার করেননি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। বই সংশোধনের সময় লেখক, সম্পাদক বা বিশেষজ্ঞ মত নেয়া হয়েছি কিনা সেটি স্পষ্ট নয়। মাঝপথে বই ছাপা কে বন্ধ করল, কে বা কারা বইয়ে হেফাজত কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিবর্তন আনল সেটার কোন জবাবদিহিতা নেই। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি নিতে আগ্রহী মনে হচ্ছে না। অবস্থা দেখে অনেকে মনে করছেন, শর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, হেফাজতসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের রাজনৈতিক আঁতাতের কারণেই পাঠ্যপুস্তকের চেহারা বদলে গেছে। এই অভিযোগ সত্য না মিথ্যা সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার যদি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সংঘটিত তুঘলকি কাণ্ডকারখানার রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয় তবে উল্লিখিত অভিযোগ ভিত্তি পাবে।

পাঠ্যপুস্তক বদলে যাওয়া আর হেফাজতের শতভাগ প্রস্তাব বাস্তবায়ন কোন দৈব দুর্ঘটনা বলে মেনে নেয়া যায় না। এ দুটির একটি অশুভ আঁতাত রয়েছে বলেই অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। আমরা জানতে চাই, এই আঁতাত প্রক্রিয়ায় কে বা কারা জড়িত। এনসিটিবি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও তাদের একার পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি। আমরা চাই, আঁতাতের নেপথ্যের অনুঘটকদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ লক্ষ্যে সরকারকে একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক রচনায় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম কঠোরভাবে অনুসরণের ওপর জোর দিতে হবে। মূলধারার বাইরের শিক্ষাধারাকেও জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সময়োপযোগী করতে হবে।